যায়যায়দিন

তারিখ 29 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগে নীতিমালা

এম মামুন হোসেন

দেশের সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হতে চাইলে এখন থেকে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের শিক্ষকদের আগেই আবেদন করতে হবে। আবেদনের ভিত্তিতে একটি ফিট লিস্ট (যোগ্য তালিকা) তৈরি করা হবে। তালিকায় আগ্রহীদের একাডেমিক যোগ্যতার পাশাপাশি জ্যেষ্ঠতা, সততা, দেশপ্রেম, সাহস, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিবেচনা করা হবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

নীতিমালা : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

নীতিমালা : অধ্যক্ষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অতিরিক্ত সচিবকে (প্রশাসন ও অর্থ) আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কলেজ)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী স্বাক্ষরিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়েছে, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আগ্রহী প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে আবেদন করতে হবে। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদের জন্য অধ্যাপক বা সমমর্যাদার এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহযোগী অধ্যাপক বা সমমর্যাদার পদধারীর আবেদন বিবেচনা করা হবে। চাকরির ন্যূনতম ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা অধ্যক্ষ হিসেবে ও ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর সংক্ষিপ্ত কোর্স সম্পন্ন সনদধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কমিটিকে আবেদনকারীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ফিট লিস্ট হালনাগাদ করতে বলা হয়েছে। আবেদনকারীর বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন সন্তোষজনক হতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগের যোগ্য তালিকা তৈরি করবে।

অধ্যক্ষ পদায়ন : নীতিমালায় বলা হয়েছে, ফিট লিস্ট থেকে নামের তালিকা হতে জেষ্ঠতা ও যোগ্যতা বিবেচনা করে বাছাই কমিটি বিভিন্ন ক্যাটাগরির কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়নের জন্য কর্মকর্তাদের নাম সুপারিশ করবে। প্রয়োজনীয় জ্যেষ্ঠতাসহ উচ্চতর ডিগ্রিধারী, উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অধ্যাপকদের অধ্যক্ষ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অবসর ছুটিতে যাওয়ার এক বছর আগে কর্তৃপক্ষ যে কোনো কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করতে পারবেন। ফিট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত পিএইচডি ডিগ্রিধারী অধ্যাপককে সরাসরি যে কোনো ক্যাটাগরির কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করা যাবে। একই বিষয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত কনিষ্ঠ কর্মকর্তার অধীনে জেষ্ঠ কর্মকর্তাকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

উপাধ্যক্ষ পদায়ন : সহযোগী অধ্যাপক পদ মর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রথমে সি অথবা ডি অথবা ই ক্যাটাগরির কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করা যাবে। এসব ক্যাটাগরির কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষককে এ অথবা বি ক্যাটাগরির কলেজে পদায়ন করা হবে। একই বিষয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত কনিষ্ঠ কর্মকর্তার অধীনে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না। একই বিষয়ের উপাধ্যক্ষের অধীনে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে গঠিত কমিটির সদস্য মাউশির মহাপরিচালক নোমান-উর-রশীদ যায়যায়দিনকে জানান, নীতিমালা অনুযায়ী ফিট লিস্ট তৈরি করে সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হবে। এতে করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা প্রশাসনিক পদে নিয়োগের সুযোগ পাবেন। বিভিন্ন মাপকাঠিতে যোগ্যতার তালিকা করা হবে। এতে করে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিন ধরে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন হয়ে আসছিল এ নীতিমালা জারির ফলে তা বন্ধ হবে বলে তিনি মনের করেন। অবিলম্বে এ নীতিমালা কার্যকর করা হবে বলে তিনি জানান।